এবার শুনুন সেই সুখবর

"এবার শুনুন..."

প্রতিদিন আমরা মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমগুলোতে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, হানাহানি ইত্যাদি সম্পর্কে শুনতে শুনতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি যে, যখনই কোন সংবাদ পাঠক/পাঠিকা রেডিও বা টিভিতে সংবাদ পাঠের কথা ঘোষণা করেন তখনই আমরা মনে করি ঐ ধরণের আরও কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটার কথা আমরা শুনব এবং সাধারণতঃ এসবে আমরা ততোটা বিচলিত হই না। এমনকি ঐসব ঘটনাকে মেনে নিয়ে আমরা আরও বলি প্রচার মাধ্যমগুলো মানুষের সংবেদনশীল বিষয় গুলোর (বোমা বিস্ফোরণ, হাইজ্যাক, হত্যা, গুম, ছিনতাই, শ্রমিক অসন্তোষ এবং এমন আরও অনেক) উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এখনও একথা বলা সঙ্গত যে, সাধারণতঃ এখনকার খবর সমূহ হতাশাজনক ও অশনি সংকেত সূচক, যতটা না নির্মল অনন্দ দায়ক ও উৎসাহজনক। এখনও গোটা পৃথিবীতে প্রচুর ভালো কাজ ও সুন্দর সব বিষয় ঘটছে, যেগুলি সকলের অগোচরে নীরবে অতীত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুনিয়ার সব বড় বড় পর্দায় যতকিছু ফুটে উঠছে তার সবই প্রায় খারাপ। যে কারণে তার বন্ধুকে বলা ছোট এক ছেলের এই কথায় হয়ত সকলেই ঠাট্টা করে হাসবেন যে, "আমার মা লোমহর্ষক গল্প-কাহিনীর বই পড়া ছেড়ে দিয়েছেন তার বদলে এখন তিনি টেলিভিশনের খবর শোনেন।"

বাইবেলের কথা অনুসারে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে এই ধরণের অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে। তা সত্ত্বেও যীশু নিজেই এ সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেন এবং বলেন যে, তার আগমনের আগেই পৃথিবীতে ভয়ংকর নির্যাতন শুরু হবে (মথি: ২৪ঃ ২১ , ২২)। সুতরাং এটা চিন্তা করা যায় যে, অবস্থা ভালো হওয়ার থেকে বরং খারাপ হবে; কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের যে প্রত্যাশা রয়েছে তা হচ্ছে, একদিন খারাপ সংবাদ শেষ হবে এবং পৃথিবীর উপরে ভালো বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুসমাচার একটি অতি উত্তম খবর ঃ

সুসমাচার কথাটি সত্যিই খুব অর্থপূর্ণ এবং এটাতেই খীষ্টিয় সকল বার্তা প্রকাশিত থাকে। যীশু যখন বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন তখন স্বর্গ থেকে আসা একদল স্বর্গদূত ঘোষণা করে বলেছিল যে, এটা সমগ্র মানব জাতির জন্য সুখবর।

"কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন ঃ তিনি খ্রীষ্ট প্রভু" (লূক ২ঃ ১০-১৪)

মানুষ যে সব ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে বাইবেল কখনই অনুকম্পা প্রদর্শন করে না। কারণ মানুষ তার নিজের অবাধ্যতার কারণেই ঈশ্বরের আইন অমান্য করে। বাইবেলে মানুষের পতন অবস্থা আর হৃদয়-মন ভেঙ্গে পড়ার হতাশাময় চিত্র অংকন করা হয়েছে। সব ধরণের নিষ্ঠুরতা, অর্থনৈতিকতা ও দ্বন্দ্ব-সন্ত্রাস ইত্যাদি খারাপ বিষয়গুলি মানুষের একজনের সাথে আর একজনের সম্পর্ককে কলুষিত করেছে। মানুষের এইসব চরম স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা ও উদাসীনতা ঈশ্বর থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য হওয়ার কারণে বাইবেল এইসব ঘৃণিত বিষয়ের প্রতি স্বর্গীয় ঘৃণা প্রকাশ করেছে। তারপরেও এটি সুখবর দ্বারা পরিপূর্ণ। এটি ঘোষণা করে যে, খ্রীষ্টই মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর, সে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যত কঠিন প্রশ্নই হোক। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন সমস্যায় যীশু খ্রীষ্ট একমাত্র উত্তর। এবং তিনি একাই সেই উত্তর। এজন্য তিনি যখন আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তখন হয়ে যাবে অন্য রকম। বাইবেল সেই সময়ের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে (যিশাইয় ১১ঃ ৯) এবং এটি বলেন যে, সমস্ত ঘৃণিত বিষয়গুলি একসাথে সেইদিন এমন একস্থানে একত্রিত হবে, যেখানে তারা অফুরন্ত সুখ-আনন্দের সহযোগী হবে, যার ফলশ্রুতিতে একথা বলা যাবে যে, সমগ্র সৃষ্টি যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা যারা হয়রানি হয়েছেন তাদের জন্য সু-খবর ঃ

আসুন রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেবার চেষ্টা করি। এদের অনেকেই বিশ্বস্ত এবং তারা আসলেই মানুষের মানবিক দিকগুলির উন্নয়নের জন্য কাজ করতে প্রকৃত পক্ষেই সমর্থ। অন্যরা হয়ত নিজেদের ভাবমূর্তিকে আরো ভালো করবার জন্য তাদের নিজেদের দলের উন্নতির জন্য, এমনকি নিজেদের উন্নতির ব্যাপারে তারা চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যায় যেসব ক্ষেত্রে মানব জাতি বড় বড় সব সমস্যা মোকাবেলা করে সেসব ক্ষেত্রে জনগণ তাদের নানা ধরণের ধোকাবাজিতে বেশ ক্লান্ত-বিরক্ত এবং একথা কখনই বলা যাবে না যে, সারা বিশ্বব্যাপী দৃশতঃ রাজনীতিবিদরা বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধানে একেবারেই সফল হননি। সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের অনেকেই এই আশা দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের সকল দেশগুলির সমন্বয়ে বিশ্ব-সরকার দীর্ঘ মেয়াদী উপায়ে সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এই কাল্পনিক বা ইউরোপীয় ধারণার উদ্যোগ সম্পর্কে যে সত্যটি বাইবেল প্রমাণিত করে তা হচ্ছে, ঈশ্বর ছাড়া মানুষ কখনই তাদের নিজস্ব শক্তিতে নিজেদের দ্বারা কোন উদ্যোগকে বাস্তাবয়িত করতে সক্ষম নয় (যিরমিয় ১০ঃ ২৩)। এর সর্বাপেক্ষা বড় উদাহরণ হল, ১৯৩৯ সালের নাৎসী যুদ্ধ সম্পর্কে লীগ অব নেশনস্ সর্ব প্রকার তৎপরতা চালায়; এবং পরবর্তীতে গঠিত "জাতিসংঘে" এর সম্পর্কিত ভূমিকা খুব সামান্যই প্রভাব রাখতে পেরেছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা আশাহত জনগণকে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে যে সুন্দর সু-খবরটি দিতে হবে তা হচ্ছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনেক আগেই একটি সফল বিশ্ব সরকারের পরিকল্পনা করে রেখেছেন। যেটি শাসন করবেন যীশু খ্রীষ্ট এবং সহযোগিতায় থাকবে অতীতের সকল সময়ের তাঁর বিশ্বস্ত দাসেরা। এর অর্থ এই যে, "মহা প্রতাপ ও গৌরবের" সাথে প্রভু যীশু আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তিনি এ বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। এ সময়ে তিনি তাদের সবাইকে "মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তুলবেন, যারা এখন চিরনিদ্রায় শায়িত" আছেন, তাদেরকে অনন্ত জীবন দান করবেন যেন তাঁরা অনন্তকালীন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে (প্রেরিত ১৭ঃ ৩১)। বাইবেল বলে, এই "ঈশ্বরের রাজ্যটিও হবে সার্বজনীন একটি সাম্রাজ্য, যার কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রশাসন থাকবে রাজধানী যেরুজালেম নগরীতে, আর এখান থেকে সকল জাতি ও দেশের উপর রাজত্ব করবেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং" (মথি ৫ঃ ৩৫)।

ঈশ্বরের অনন্তকালীন আকাংখা বা উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে পাপের রাজত্ব শেষ করা এবং পৃথিবীর সকল জাতির জন্য সত্য ও উত্তমতার আশীর্বাদ নিয়ে আসা। পুরাতন নিয়মের সময়ে বহুবার বলা হয়েছে যে, এমন একদিন আসবে যখন, "আর সেই রাজাগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না, তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে" (দানিয়েল ২ঃ ৪৪)। আর একারণেই যীশু আমাদেরকে এই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে পূর্ণ হোক" (মথি ৬ঃ ১০)। যখন এটি ঘটবে তখন প্রকৃত অর্থেই তা মানবীয় রাজনীতিবিদদের ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের সকল রাজনীতি এবং "জগতের শাসকদের" সকল স্বপ্নসাধ চূর্ণ করে শেষ করবে, যেন সাধারণ জনগণের মঙ্গল বাস্তবে পূর্ণ হয়। বাইবেল যে সুখবর দেয় তাঁর মালিক জগতের রাজারা নয় কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু হবেন। আর একারণেই সেই শাসন হবে ভালোবাসা ও ন্যায্যতার এবং যেদিন অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে" (গীত: ৭২ঃ ১৭)।

যারা যুদ্ধের আতংকে থাকেন তাদের জন্য সুখবর ঃ

আপনি যদি রাস্তার কোন পথচারীকে প্রশ্ন করেন এই মুহূর্তে এই সভ্যতার জন্য সব থেকে বড় হুমকি কোনটি? তিনি হয়ত উত্তরে বলবেন, "মুদ্রাস্ফীতি", অথবা তিনি বলতে পারেন, "জনসংখ্যার বিস্ফোরণ" অথবা "পরিবেশ দূষণ"। অবশ্যই যারা এসব বিষয়ের সম্ভাব্য ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে চিন্তা করতে পারেন তাদের জন্য এগুলি নিশ্চিতভাবে আশংকা জনক। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সব থেকে বড় হুমকি হচ্ছে, যুদ্ধ! ভবিষ্যতের কোন পরমাণু যুদ্ধের বিধ্বংসী বিপদাশংকা একবারে বাদ দিলেও অন্যান্য আঞ্চলিক বা ছোটবড় যুদ্ধের হুমকি ও আতংকের কারণেই মানবজাতি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৩৯-৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘঠিত সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বের খুব কম দেশই আছে যেখানে যুদ্ধ সংঘর্ষ সংঘঠিত হচ্ছে না। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্য, সাইপ্রাস বেশ কয়েকবছর যাবৎ নানা কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রণক্ষেত্র হিসাবে বিরাজ করছে।

এসব যুদ্ধের ফলে প্রতি এক হাজার ব্যক্তির মধ্যে দশ জনই মৃত্যুবরণ করছে ও আহত হচ্ছে। আবার এসব যুদ্ধে যে সরাসরি যুদ্ধরত দেশগুলির মারাত্মক ক্ষতি সাধন হচ্ছে তা নয় এসব যুদ্ধের সাথে জড়িত পরাশক্তি গুলির ক্ষতি সাধন হচ্ছে। এগুলি মানবজাতির জন্য কত না ক্ষয় ক্ষতির বিষয়। ধনসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের কত না ক্ষতি হচ্ছে। তবে এটি গোটা চিত্রের সামান্য অংশ মাত্র। তবে সারা বিশ্বের এই বিশাল ধনসম্পদ ও মানব সম্পদের শয়তানি অপচয়ের সাথে অবশ্যই যোগ হবে গোটা পৃথিবীতে বিশাল সৈন্য বাহিনীর সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান ব্যয়, তাদের জন্য প্রতিনিয়ত যেসব কৌশলগত সমরাস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয় সেগুলির যোগান দেওয়া ব্যয়সাধ্য। যদি যুদ্ধের হুমকি চিরদিনের জন্য ধ্বংস করা যেত; একারণে যেসব সন্দেহ-অবিশ্বাস ও ভয়ভীতি কাজ করে সেগুলি দূর করে তার স্থলে বিশ্বের জাতিগুলির মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা যেত; যদি অদৃশ্য সেই "লৌহ

যবনিকার" পতন ঘটানো যেত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে তাদের সামরিক কার্যক্রম বা পদক্ষেপগুলি পরিত্যাগ করত ও তাদের বিশাল সমরবাহিনী উঠিয়ে ফেলত; যদি সমরাস্ত্র ও সামরিক কার্যক্রমের জন্য প্রতিনিয়ত ব্যয়িত বিশাল বাৎসরিক ধনসম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর অর্থ ব্যয়কে উৎপাদনশীল কলকারখানা ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শান্তি পূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যেত। যাতে বিশ্বের সকল দরিদ্র অসহায়ের মঙ্গল সাধন করা যায় - তাহলে এই পৃথিবীটা না জানি কত সুন্দর এক অনন্য পৃথিবী হয়ে উঠত।

বাইবেলের একটি সুন্দরতম সুখবর হচ্ছে এই পৃথিবীর উপরেই "ঈশ্বরের রাজ্য" প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এখানে আর কখনই কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে না (মীখা ৪ঃ ৩)। বর্তমানে সমস্ত ধনসম্পদ ও জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি সবই অর্থহীন বা ফলহীনভাবে সবকিছুকে ধ্বংস করার জন্য গণহারে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে মানবজাতির উপরে অনাহুতভাবে নেমে আসছে মৃত্যু, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা। এসবই তখন এক সুন্দর নতুন সমাজের জন্য উৎপাদনশীল ও শান্তিপূর্ণ পথে ব্যবহার করা হবে। এসব পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য থাকবে সদাপ্রভুর সেবা।

কারণ আমরা দেখেছি তিনি সব সবময়ই দরিদ্র ও নির্যাতিত-অসহায়দের পক্ষে থাকেন এবং যখন তিনি পৃথিবীর উপরের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন তখন আমরা নিশ্চিত যে তিনি পৃথিবীর উপরোস্থিত সকল ধন-সম্পদ সকল জাতির মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করবেন। এছাড়াও পৃথিবী তার নিজের উপরেই অফুরন্ত ফসল ও সম্পদ উৎপাদন করবে এবং বিশাল মরুভূমি প্রান্তরে চাষবাস করা হবে ও সে সব অঞ্চলে প্রচুর ফসল উৎপাদন হবে ও সুন্দর সবুজ শ্যামল পরিবেশ বিরাজ করবে (গীত ৭২ঃ ১৬)।

মানুষের প্রয়োজনের ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের সবটুকুই পরিপূর্ণ হবে। এসব কথায় কেউ যদি এমনটি মনে করেন যে, এটি আসলে হাস্যকর বা অলীক চিন্তাভাবনা তবে অবশ্যই তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, আমরা আমাদের সময় কালেই দেখেছি যে, ইস্রায়েল দেশে এমন সুন্দর অবস্থা বিরাজ করেছিল। এখন ইস্রায়েল দেশ সেখানে এক বিরাট অংশ বালির মরুভূমি ও লতা গুল্ম এবং ক্ষতিকর নানা গুল্ম সব স্থানে ছেয়ে আছে। যার মাঝে অন্যান্য ফুলের মত গোলাপ ফুল ফুটে আছে বলে মনে হয় (যিশাইয় ৩৫ঃ ১১)। এবং যদিও এখন ইস্রায়েল দেশকে দেখে মনে হয় যেন অপাংক্তেয় বা তেমন কোন কিছুই হয়ত সম্ভব হবে না, তবুও আমরা জানি এখানেই সেই সমৃদ্ধ ঘটনাগুলি ঘটবে এবং তা হবে ঈশ্বরের রাজ্যের অধীনেই। এখান থেকেই বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সব থেকে উত্তম ধনসম্পদের আহরণ করা সম্ভব হবে এবং তা বিশ্বের সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য সম্মান ও ভালোবাসার মাধ্যমে একটি ন্যায় পরায়ণ প্রশাসন দ্বারা সবকিছুর সমবন্টন করা হবে। এটা নিশ্চয় একটি সুন্দর সুখবর?

রোগাক্রান্ত ও মমূর্ষুদের জন্য সুখবর ঃ

মৃত্যু আসলে কোন নির্মল বা সুখদায়ক আলোচনার বিষয় নয় বরং এটি বাস্তবে একটি কঠিন বিষয়। আসলে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যু সম্পর্কিত আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিতর্কিত একটি বিষয় তা সত্ত্বেও বাইবেল এখন সেই সময়ের জন্য অশান্বিত করে, "যখন আর কোন মৃত্যু থাকবে না" (প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ ৪)। এবং মানবজাতির হৃদয় সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে, কারণ জীবন-দাতা প্রভু যীশু আবার এই পৃথিবীতে আসবেন।

তার অর্থ এই নয় যে, যাদুকরী কোন ইশারায় তিনি সকল মানুষকে নিমেষেই অমরণশীল করে তুলবেন। তবে এটা পরিষ্কার যে, পৃথিবীতে যীশুর স্বর্গীয় রাজত্বকালে তখনও মানুষের মৃত্যু হবে, তবে মানুষের জীবনকাল হবে আরও দীর্ঘায়িত। ফলে ১০০ বছর বয়সে যিনি মারা যাচ্ছেন তিন তার চেয়ে অনেক বেশী বছর বয়সীদের তুলনায় "শিশু"

হিসাবে বিবেচিত হবেন (যিশাইয় ৬৫ঃ ২০)। যা সন্দেহাতীত ভাবে মানুষের সর্বাপেক্ষা ভালো অবস্থায় উন্নতির জন্য কার্যকরী হবে। ফলে রোগব্যাধি ও দৈহিক কষ্ট যন্ত্রণা একবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে (যিশাইয় ৩৫ঃ ৫-৬)।

পৃথিবীর জাতি সমূহের উপর প্রভু যীশুর রাজত্বের শেষ পর্যায়ে মৃত্যু চূড়ান্ত ভাবে ও চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে। এ সময়ে যারা সম্পূর্ণ বাধ্যতায় ও বিশ্বস্ততায় জীবনযাপন করবে তারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত সকলের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্কের মাঝে অপূর্ব এক পরিবেশে চলে যাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের আর মৃত্যু স্পর্শ করবে না (লূক ২০ঃ৩৬)।

আপনি হয়তো এমন চিন্তা করতে পারেন যে, এসব কথাগুলি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সত্যিই কতনা আনন্দদায়ক খবর, তবে এসব কথা যারা এখন রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুপথযাত্রী তাদের জন্য অনেকটা শীতল সান্ত্বনার বিষয়। কিন্তু সব থেকে বড় সত্যের বিষয়টি হচ্ছে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা সকলেই এক অবস্থার অধীনস্থ এবং আমাদের প্রত্যেকেরই যীশু খ্রীষ্টে জীবন দানকারী ক্ষমতা লাভের প্রয়োজন রয়েছে সমান ভাবে। আমরা শারীরিক ভাবে মারাত্মক কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগি অথবা সুন্দর স্বাস্থ্যবান অবস্থায় জীবন যাপন করি না কেন, সব থেকে বড় বাস্তব সত্যটি হচ্ছে, অমাদের সবাইকে অনুতপ্ত হতে হবে ও ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হবে, তাঁর বাক্য বা কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রভুর দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে যদি আমরা নির্মল প্রত্যাশী ও নিশ্চিত কোন শান্তি-সান্ত্বনা নিয়ে অনিবার্য্য মৃত্যু বরণ করতে চাই তবে সেগুলি অবশ্যই প্রয়োজন হবে। কারণ একমাত্র তিনিই, "পুনরুত্থান ও জীবন" এবং "... যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩ঃ১৬)।

আমাদের প্রতিবেশী নন্-খ্রীষ্টিয়ানদের মত খ্রীষ্টিয়ান নারী ও পুরুষরা এখনও পর্যন্ত নানা রোগ ব্যাধি ও মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে খ্রীষ্টিয়ানদের এই প্রত্যাশা আছে যে, প্রভু যীশু যখন তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ফিরে আসবেন সেই ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হবার পর তারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবেন ও অনন্ত জীবন লাভ করবেন। সুতরাং কখনই এদের মত নয়, "যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত না হও" (১ম থিষলনীকিয় ৪ঃ ১৩)। যীশু খ্রীষ্টের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করার কারণেই বর্তমানের শয়তান প্রভাবিত মন্দ সময় সীমার বাইরেও দৃষ্টি দিতে পারি, যখন শয়তানের মৃত্যু অনিবার্যভাবে সম্ভব হবে, ফলে মৃত্যুকে চিরতরে জয় করা সম্ভব হবে। আর এই মহান কাজটি সাধিত হয়েছিল প্রভু যীশুর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হওয়ার মাধ্যমে। প্রভু, যিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু লাসারের মৃতুত্যে কাঁদেন, তিনি রোগাক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যুজনিত মানুষের হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়া ও দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সম্পর্কে অনুভব করতে পারেন। তিনিই তাদের জন্যে এক "সুন্দর সুখবর" দিয়েছেন যারা তার পথ অনুসরণ করবে: "তোমার ভাই আবার উঠিবে" (যোহন ১১ঃ২৩)।

যারা পূর্ণ সাফল্যের সাথে জীবনযাপন করতে পারছে না তাদের জন্যও সুখবর ঃ

যীশুর সুসমাচার শুধুমাত্র ভবিষ্যত সময়ের জন্য কোন সুখবর নয় যখন এই পৃথিবীর উপরই ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সেটা হবে সেদিন যখন যীশু খ্রীষ্টিয়ানদেরকে চূড়ান্ত পুরস্কার প্রদান করবেন। তবে সুসমাচার বর্তমান কালের লোকদের জীবনের জন্যও একটি সুখবর। প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের একথাটি বোঝাবার জন্য লিখেছেন যে, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ অন্যদের জন্য এই জীবনেই এবং ভবিষ্যতে যা কিছু আসছে তার জন্যও আশীর্বাদ স্বরূপ হওয়া। এবং সেটা বর্তমানের যুগ ও দিনগুলিতে বিশেষভাবে সত্য হিসাবে প্রযোজ্য, যখন অসংখ্য লোক এই বস্তুতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যাতাকলে নিষ্পেষিত ও নানা আশংকা - উদ্বিগ্নতার চাপের মুখে জীবন সংগ্রাম করছে। মানব জাতির ইতিহাসে

এর আগে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ কখনও এত ব্যাপকভাবে এই বস্তুতান্ত্রিক সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পায়নি। পৃথিবীর বস্তুগত সভ্যতার "অশীর্বাদ" এখন অনেক ব্যাপক হারে বিস্তারিত বা বিস্তৃত। যেমন, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, রেডিও, ওয়াশিং মেশিন, মটর যান, ছুটিতে দূরে বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি জিনিস পত্র সাধারণ মানুষ জীবনের সবক্ষেত্রে উপভোগ করছে।

যানবাহনের অবিশ্বাস্য গতি ও যোগাযোগ মাধ্যমের আধুনিকায়নের ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক মিসটার ও মিসেস তাদের চায়ের টেবিলে বসে চা খেতে খেতে বিশ্বের বহুদূরে কোথায় কি ঘটছে তা চোখের সামনে দেখছেন বা সংগে সংগে পড়ে জানতে পারছেন। অবশ্যই এসব সুযোগ-সুবিধা অপূর্ব সুন্দর, তবে এগুলির ব্যবহারে মানুষের জন্য অনেক সমস্যাও তৈরী হয় এবং এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে অনেকেই এই যান্ত্রিকতার পরিণতিতে অনিবার্যভাবে ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। স্নায়ু দুর্বলতা, মানসিক অসুস্থতা এবং আধুনিক যন্ত্রায়িত সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যর্থতা অনেকটা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা একইরকম ভাবে চরম নাগরিক আধুনিকতা উপভোগ করে উচ্চ পর্যায়ের জীবন যাপন করছেন তাদের হৃদয়ের অতি গভীরে দেখা যায় বাঁচার জন্য করুণ আর্তনাদ। অনেক ক্ষেত্রে এই কান্না শোনা যায় উচ্চস্বরে ও পরিষ্কার ভাষায় এবং ক্রমশঃ সমাজ উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি এই গুরুত্ব বহন করে যে, আধুনিক যন্ত্রায়িত সভ্যতা মানুষকে প্রকৃত সন্তুষ্ট করতে বা প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের "সুখবরটি" হচ্ছে, যদি নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলে তাঁর শিক্ষা শুনে ও বুঝে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে তবে তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে উত্তর লাভ করবে। কারণ "কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন।" যিনি অন্য যে কোন মানুষের তুলনায় "চাপ বা হুমকি" সম্পর্কে বেশী জানেন।

যীশু খ্রীষ্ট কখনই একথা ফলাও করে প্রকাশ করেন নি এবং হুমকির সম্মুখে ফেলেন নি। কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে ও আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন তা আমাদের অন্তরের গভীরে এই শান্তি পরিপূর্ণভাবে রয়েছে, এমনকি যখন তিনি ক্রুশারোপিত হয়ে মারা যাচ্ছিলেন তখনও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ তিনি কোথায় ও কেন যাচ্ছেন; তাছাড়া তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতার সম্পূর্ণভাবে নিজের সবকিছু ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি "সেই শান্তি" তাঁর অনুসারী সকল বিশ্বাসীকে দিতে চান, "আমার শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া গেলাম।" বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কত না সুন্দর এই "সুখবর" যে, যখন সকলেই এই বস্তুতান্ত্রিক ধনসম্পদের সমৃদ্ধি ও প্রগতির যুগে এসব সুযোগ সুবিধার সাথে বসবাস করতে গিয়ে অন্তরের গভীর শান্তি-সন্তুষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন, তখন এটি কত না মহান সুখবর! আবার তাদের কাছেও যীশুর এই নির্মল শান্তি সত্যিই এক মহা সুখবর, যারা বর্তমান যুগের মত্ততায় উচ্চ গতিতে চলতে পাগল প্রায়, যৌন বা অবাধ ও অবৈধ মেলামেশায় পাগল প্রায়, খেলাধূলার প্রতিযোগিতার জুয়াড়ী নেশায় পাগল প্রায় ও অর্থ-সম্পদের পিছনে ছুটতে ছুটতে পাগল প্রায়।

"হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালী আপনাদের উপরে তুলিয়া লও এবং আমার কাছে শিক্ষা কর। কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালী সহজ ও আমার ভার লঘু" (মথি ১১ঃ ২৮-৩০)। এখানে প্রকৃত সফল জীবন যাপনের পরামর্শ দেওয়া রয়েছে এবং হৃদয়ের প্রকৃত শান্তির সন্ধান দেওয়া হয়েছে, যা অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে পাওয়া যায় না এবং আজকের পৃথিবীর সমস্ত আরাম আয়েস-বিলাসিতার জৌলুস আর সর্বাধুনিক বৈদুতিক ব্যবহার সামগ্রীর দ্বারাও পাওয়া যায় না "একমাত্র খ্রীষ্টের কাছেই আমরা প্রকৃত সেই শান্তির সন্ধান পাই, যা তিনি এভাবে দান করেছেন যে, তোমাদের আত্মার শান্তি।"

একাকী অসহায়দের জন্য সুখবর!

একবার এক বৃদ্ধা মহিলা বলেছিলেন যে, তিনি ঘরে উষ্ণতা রাখতে কয়লার আগুন জ্বালাতে পছন্দ করেন, কারণ এটি তার এক রুমের ফ্ল্যাটে একাকী সময়ের ভালো একটি সঙ্গী। এই ছোট ঘটনাটি বর্তমান বিশ্বের খুব বড় এক দুঃখজনক অবস্থার কথা বলছে, তা হলো - মানুষের একাকীত্ব। এটা সত্যিই কষ্টকর একটি বিষয় যে মানুষ হয়েও তাকে প্রায়ই সঙ্গী পাবার জন্য এত কষ্ট পেতে হচ্ছে যে তিনি শেষ পর্যন্ত কয়লাকে তার একজন সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছেন - এটা সত্যিই একটা ট্রাজেডী। তবে আবার যদি সেই বৃদ্ধার কয়লা কেনার সামর্থ না থাকতো কিংবা অন্যদের কারণে শিল্প কারখানার কয়লা আটকে থাকায় তা না পেত আরও কতই না দুঃখজনক হত! হ্যাঁ বিশ্বের প্রতিটি দেশে এমন হাজার হাজার মানুষ আছেন যারা দৈহিক বা মানসিক পঙ্গু বা বিকারগ্রস্থ নয়, অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা নির্যাতিতও নয়, কিন্তু তারা চরম একাকীত্বের অসহায় যন্ত্রণা ভোগ করেন। তাদের অনুভূতি অনেকটা এমন যে, সমস্ত পৃথিবী তার নিজের চিন্তায়, কেউ তার কথা একটুও ভাবে না।

ঠিক এই রকম অসহায় একাকীদের জন্যও বাইবেলে সুখবর রয়েছে। অর্থাৎ নিজেই তাদের যত্ন নেন এবং তাদের একজন বন্ধু হতে চান, তবে যদি তারা সেটা আন্তরিকভাবে চায়। যীশু খ্রীষ্টকে যারা অনুসরণ করেন তাদের কাছে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, সব সময় তাদের সংগে সংগে থাকবেন। "যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" (মথি ২৮ঃ ২০)। নতুন নিয়মের একজন মহান সাধু ব্যক্তি একথা লিখেছেন যে, যখন সকলে তাকে ছেড়ে চলে গেল, তখনও একমাত্র প্রভুই তার পাশে এসে দাঁড়ালেন ও তাকে বলবান করলেন (২য় তিমথীয় ৪ঃ ২৬-২৭)। যদিও আমরা পৌলের মত এত উচ্চ আকাংখা করতে পারি না, তবে আজ পর্যন্ত একথা সত্যি যে প্রভু এখনও নিশ্চিত "ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে, পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা "(গীত ৬৮ঃ ৫)। তাই আমরা যদি সত্যিই আমাদের সকল বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর উপর রাখি তবে আমরা কখনই "একাকী" হয়ে পড়ব না। তবে আর একটি উপায় আছে যার দ্বারা আমরা যারা একাকী তারা তাঁর সঙ্গ অন্যভাবেও উপভোগ করতে পারি। আর সেই উপায়টি হচ্ছে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত লোকদের সঙ্গে কাজ করা বা থাকা। আমরা খৃষ্টাডেলফিয়ানরা চিন্তা করি আমাদের মণ্ডলীর সভাগুলি হবে একবারে ঘরোয়া ও আন্তরিক সহভাগিতার পরিবেশে। আমরা সবসময় সেইসব একাকী লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সঙ্গ দেবার চেষ্টা করি, যেন তিনি যীশুর বন্ধুসুলভ সাহচর্য পান।

আমাদের সেবা কাজ সমূহ বেশ সহজ-সরল ও আনন্দদায়ক অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়। যখন আমরা "মূল্যবান বিশ্বাস" - এর সেইসব বিশ্বাসীদের সংগে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য ও তাঁর উপসনায় মিলিত হই এবং সেখানে ঐসব একাকী অসহায় ব্যক্তিরা অন্য বিশ্বাসীদের ভালোবাস ও সুন্দর সঙ্গ লাভ করে তখন তারা জগতের মাঝে অপূর্ব এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টই একথা বলেন যে, যারা তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য তাদের সবকিছু ছেড়ে আসে তারা সেসবের বহুগুণ ফেরত পায়। এমনকি এখন, "এই বর্তমান জীবন কালেই তাদের ভাইবোন, মা-বাবা ও ছেলে মেয়ে পাবেন" (মার্ক ১০ঃ ৩০)। এর অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্টেতে তাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মানুষ পাবে, যা খ্রীষ্টের আহবানের প্রতি সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসার জন্য যে ক্ষতি তার শতগুণ বেশী পাবে। বর্তমান সময়ের এইসব মহান প্রতিশ্রুতি পরবর্তীতে যখন আমরা স্বর্গরাজ্যের অনন্তকালীন জীবন যাপন করব তখন এমন মহান সুযোগ লাভ করব যা সকল যুগের সকল নারী ও পুরুষের পরিত্রাণ ও অমরণশীলতার মাপকাঠিতে "মানুষের চিন্তারও বহুগুণ মহান হবে"। ফলে তখন কোন অসহায় একাকী মানুষই আর একাকীত্ব অনুভব করে কষ্ট পাবে না।

পাপীদের জন্য সুখবর

"পাপী" - এটি একটি পুরাতন ধ্যান ধারণার ষ্টাইলের ইভানজেলিক্যাল শব্দ! হয়ত আজকাল মানুষ যত বেশী পাপ কাজ করে সে অনুসারে এটা নিয়ে আলোচনা করে না বা মাথা ঘামায় না। তবে পাপ সেই আগের মতই বিরাজমান। এমনকি অনেক সময় দেখা যায় এটাকে লোকেরা "অপরাধ প্রবণতা" কিংবা "মানসিক সমন্বয়হীনতা" বা "মানসিক বিশৃংখলা" বলতে চান। এজন্য তারা তাদের মা-বাবাকে দায়ী করতে চান, আবার কখনও বা তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম কিংবা সরকারকে দায়ী করতে চান। কিন্তু বাইবেল বলে ঈশ্বরের নিয়ম কানুন বা আদেশ-নির্দেশ অমান্যকারী যে কোন কাজই "পাপ" (১ম যোহন ৩ঃ৪)। এবং এমন কোন কাজ যেটাকে আমরা অন্যায় বলে জানি সেটি করলেও পাপ করা হয়। অধিকাংশ মানুষই দেখা যায় কোনটা সঠিক ও কোনটা ভুল সে সম্পর্কে বেশ সচেতন আছে এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যেটা সঠিক বা ন্যায্য সে অনুসারে জীবন যাপনে ব্যর্থ হয়। অনেক মানুষের মাঝে এটি আবার গভীর হীনমন্যতার সৃষ্টি করে অথবা নিজেদেরকে দোষী মনে করে, যদি সেগুলি ঠিক করার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ না নেওয়া হয় তবে তা সুদূরপ্রসারী মানসিক ক্ষতি বা দূর্দশার কারণ হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা ঘরের কার্পেটের নিচে ময়লা মেঝে লুকিয়ে রাখার মত ঢেকে রাখে অথবা তাদের জীবনে এমন কিছু না বলে ভান করে বা প্রতারণা করে। তবে বাইবেলের কাছে এলে তা অবশ্যই প্রকাশিত হয় এবং বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, এসব পাপ, যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, সেগুলি মানসিক বা মানবীয় সমস্যা বা অসুবিধা থেকে আসে (যাকোব ৪ঃ ১৬-১৭)। স্বয়ং মৃত্যু এবং আমাদের সকল মানবীয় দুর্বলতা যা মরণশীলতার মাঝে থাকে (যেমন, রোগব্যাধি, কষ্ট-ব্যাথা, দুঃখ ও কষ্টভোগ ইত্যাদি) সেগুলি সবই সেই পূর্ব থেকে, এখনও পর্যন্ত ঈশ্বরের আইন-কানুনের অবাধ্য হওয়ার মানবীয় ব্যর্থতার এই অবস্থায় নিজেদেরকে রক্ষা করবার সামর্থও মানুষের নাই। তবে সব সময় তাদের উচিত চেষ্টা করা। কারণ আমরা প্রত্যেকেই পাপী এবং ফলশ্রুতিতে "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দোষী" (রোমীয় ৫ঃ ১২)।

সুসমাচারে যে সুন্দর ঘোষণা করা হয়েছে তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট "পৃথিবীতে এলেন পাপী মানুষকে রক্ষা করার জন্য।" পৃথিবীতে থাকাকালীন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ বাধ্য জীবন যাপন এবং "পাপের" জন্য "বলি উৎসর্গ" হিসাবে ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যু, ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ এবং পাপী মানুষদের মুক্তির পথ প্রস্তুত করা; এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভের পথ দেখিয়ে যাওয়া এসবই পাপীদের জন্য সুখবর! "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩ঃ ১৬)।

যেসব লোকেরা তাদের পাপ সম্পর্কে সচেতন নয় এবং অনন্ত জীবন পাবার ব্যাপারে আগ্রহী নয় তাদের জন্য এগুলি কোন সুখবর নয়। যারা হতাশাময় এই দর্শন অনুসারে চলে তাঁরা হয়ত একথা বলবে, "আগামী কালই হয়ত মরে যেতে পারি, সুতরাং এসো, খাও-দাও, স্ফুর্তি করো"। কিন্তু যারা আরও দূরে দৃষ্টি দেয়, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাসের আশা করে ও ফলশ্রুতিতে তাদের নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে বসবাস করতে চায়। যীশু খ্রীষ্টের বাণী তাদের সেই মহান প্রত্যাশার নিশ্চিত উত্তর। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাঁর নামে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে যে কোন নারী বা পুরুষ নতুন জীবনের অধিকারী হতে পারেন এবং ঈশ্বরের সংগে নতুন এক সম্পর্কের অংশীদার হতে পারেন।

"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক। সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন" (১ম যোহন ১ঃ ৯ পদ)।

আর এটাই সেই সুখবর যা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে ও ঈশ্বরের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে সাহায্য করে।

খারাপ খবরও আছে!

প্রায় সকল সুখবরেই কিছু কিছু খারাপ দিক আছে কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে। "সুন্দর ঝির ঝির বাতাস কারোরই খারাপ লাগে না, সকলেই তা ভালোবাসে", তবে তা অন্যদিকে হয়ত কারো জন্যে খারাপও হতে পারে। যদি কেউ এমন কোন পদ্ধতি অবিষ্কার করত যার ফলে জলের উপর চলা মটরযানের কোন জ্বালানী লাগত না, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সকলেই খুব আনন্দিত হত, আমার ধারণা এমন সংবাদ পেলে তেল ব্যবসায়ীরা বা ফিলিং-ষ্টেশনের মালিকরা চিন্তা করত, ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে এলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর প্রধান শর্তহীন ভাবে আত্মসমর্পণ করে তখন সাথে সাথে যেন পৃথিবীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় - যদিও সে সময়ে জার্মানীরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সুতরাং ভালো মানুষদের জন্য সুসমাচার সত্যিই সুখবর কিন্তু খারাপ লোকদের জন্য তা দুঃসংবাদ বা খারাপ খবর। বাইবেলের এই মহান সুসংবাদ, যীশু ফিরে আসছেন এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, তিনি সকল দেশের সকল সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই সংবাদ যারা পৃথিবীতে তার আগমন দেখতে প্রত্যাশী তাদের জন্য কত না সুসংবাদ কিন্তু যারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের ইচ্ছা মত যা খুশি তাই করতে চায় এবং এজন্য যে কোন খারাপ কাজ করতে দ্বিধা করে না তাদের জন্য এক ভয়ংকর দুঃসংবাদ।

যীশু এটা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, বর্তমান পৃথিবীর সবকিছুই দণ্ডপ্রাপ্ত বা শাস্তির যোগ্য হবে। তিনি বলেন, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় মহা জলপাবন হবে, তখন বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষই অপ্রস্তুত থাকবে; তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। "আর নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়ও তদ্রুপ হইবে" (লূক ১৭ঃ ২৬-৩০)। এটাও কি সুখবর না খারাপ খবর? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা এ বিষয়টি আবিষ্কার করতে পারব যে, স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে আমরা কোথায় আছি বা আমাদের অবস্থান ঠিক কোথায়।

যদি আমরা সকলে মানুষের মূর্খতার ও দুষ্টতার শাসন-নিয়ন্ত্রণই দেখতে চাই তবে তা আমাদের জন্য অবশ্যই খারাপ সংবাদ হয়ে আসবে। কিন্তু আমরা যদি সত্যিই ও প্রকৃত অর্থেই এই পৃথিবীটাকে সমস্ত সন্ত্রাস ও দুর্নীতি-দূষণমুক্ত অবস্থায় দেখতে চাই এবং এই দৃশ্য দেখতে চাই যে কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট মানুষেরা ঈশ্বরের গৌরব-প্রশংসা করছে, তাহলে আমরা সামনের অনিবার্য ভয়ংকর বিচারের কথা ভেবে একটু শংকিত হলেও এর ফলশ্রুতিতে যে চিরস্থায়ী সুখ-আনন্দের প্রত্যাশা রয়েছে তাঁর কথা ভেবে সত্যি আনন্দিত হব - ফলে তা আমাদের জীবনের জন্য সম্ভবত সব থেকে বড় সুখবর হয়ে উঠবে।

এমন কতকগুলো খারাপ খবর আছে যেগুলি সুখবর হতে পারে

কথাটি অনেকটা বিতর্কিত মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে কথাটি সত্য। যদি কেউ আপনাকে খবর দেয় যে, তাঁর দেহে অপারেশন করা হয়েছে, সাথে সাথে আপনি হয়ত মনে করতে পারেন এটি একটি খারাপ সংবাদ। কিন্তু যখন আপনাকে বিস্তারিত খুলে বলা হল যে, অপারেশন সফল হয়েছে, ফলে তার জীবন রক্ষা পেয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আপনি আনন্দিত হবেন। এভাবে নানা ধরণের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, যার অনেকগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন কিংবা পূর্বাভাস দানকারী, এগুলি বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করলে সত্যিই সুন্দর আলোতে পরিষ্কার বোঝা যাবে এবং এগুলি সেই সময়ের পূর্বাভাস যার কথা এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে, যা মূলতঃ সন্নিকট হয়ে আসছে।

প্রভু যীশু নিজেই তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে বলেছেন যে, এই সময় মহা অস্থির বা বিশৃংখলাপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা সংঘর্ষপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে। কারণ পবিত্র বাক্য বলে, "ভয়ে, এবং ভূমণ্ডলে যাহা যাহা ঘটিবে তাহার আশংকায়, মানুষের প্রাণ উড়িয়া যাইবে" (লূক ২১ঃ ২৬)। যখন এই ধরণের ঘটনাবলী ঘটতে থাকবে তখন আমরা বিচলিত বা আতংকিত হব না, বরং আমরা আনন্দে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি দান করবো এজন্য যে, আমাদের চূড়ান্ত মুক্তি খুব কাছে এসে গেছে (লূক ২১ঃ ২৮)।

বাইবেলের আরও কয়েকটা চিহ্ন সম্পর্কে আমরা দেখব যেগুলি নতুন যুগের সময় সম্পর্কে স্পষ্ট পূর্বভাস দান করে -

* "তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল" (আদি ৬ঃ ১১)।
* কাণ্ডজ্ঞানহীন অবৈধ যৌন সম্পর্ক অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।
* বিশ্বাস-ধর্মীয় উপাসনা ক্রমশ হ্রাস পাবে।
* জাতি হিসাবে ইস্রায়েল সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে।
* এক মহা পরাশক্তি হিসাবে রাশিয়ার আবির্ভাব হবে।
* মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং আপনি যখন খবরের কাগজ পড়ার সময় এসব খবর পড়েন কিংবা রেডিও, সংবাদে এগুলি শোনেন তখন এতটা ভেঙ্গে পড়বেন না। যীশু বলেছেন, শেষকাল উপস্থিত হওয়ার আগে এই ধরণের "ঘটনাবলী অবশ্যই ঘটিবে।" এসব ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন যদি আমরা আমাদের চোখ ও মন সেদিকে না রাখি কিন্তু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় যে সব সুন্দর ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ তিনি তাঁর মহা গৌরব ও ক্ষমতার সব কিছু ঠিক করবেন, সেই সব বিষয়ের প্রতি অমাদের দৃষ্টি ও মন রাখি তবে আমাদের মন শান্তি ও স্থিরতায় থাকবে এবং সমাজের অন্যকেও তা বিচলিত করবে না।

এ বিষয়ে আপনি কি করবেন?

আমরা এ সম্পর্কে যাই চিন্তা করি না কেন, ঈশ্বরের রাজ্য এ পৃথিবীতে আসবেই, আসবে। কারণ এটা সর্বশক্তিমানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাত এক পরিকল্পনা। বর্তমান ও ভবিষ্যত শান্তি-সন্তুষ্টির জন্য সুসমাচারের মধ্যে সবগুলি সুন্দর সুন্দর সুখবর দেওয়া রয়েছে, যেন আমরা সেগুলি নিতে পারি কিন্তু এজন্য এমন কোন বাধ্য বাধ্যকতা নেই যে, আপনাকে তা গ্রহণ করতেই হবে। আপনার জীবনের মঙ্গলের জন্য তা গ্রহণ করা বা না করার সম্পূর্ণ স্বধীনতা আপনার।

আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্ট বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রেখেছেনঃ

* খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে যে পরিত্রাণ দানের ব্যবস্থা করেছেন তা আমরা আসলেই গ্রহণ করতে চাই কি না?
* এই জীবনে আমরা কি তাঁর সহভাগিতা এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি লাভ করে আসলেই ধন্য হতে চাই?
* আমরা কি আসলেই দেখতে চাই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণতা পায় তেমনি পৃথিবীতেও পাক?
* খ্রীষ্ট আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসার পর যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন আমরা কি আসলেই সেই রাজ্যের প্রজা হতে চাই?

এ সব প্রশ্নের উত্তরে আমরা যদি "হ্যাঁ" বলি এবং সে ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হই তাহলে সুসমাচার প্রকৃতই আমাদের কাছে সুখবর। তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সব বিষয়কে শঙ্কাহীন ভাবে মুক্তমনে মোকাবেলা করতে পরব।

খবর পড়েন কিংবা রেডিও, সংবাদে এগুলি শোনেন তখন এতটা ভেঙ্গে পড়বেন না। যীশু বলেছেন, শেষ কাল উপস্থিত হওয়ার আগে এই ধরণের "ঘটনাবলী অবশ্যই ঘটিবে।" এসব ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন যদি আমরা আমাদের চোখ ও মন সেদিকে না রাখি, কিন্তু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় যে সব সুন্দর ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ তিনি তাঁর মহা গৌরব ও ক্ষমতায় সব কিছু ঠিক।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টলিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

Now for the Good News

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkatta – 700033, **India**